দৈনিক ইত্তেফাক

089

24 JUN 1987
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... ১ ... কলাম ২ ... ...

১৩ই আষাঢ় ১৩৯৪ বং

বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি মোটামুটি শান্ত

(বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার)

বিক্ষিপ্তভাবে কয়েক রাউণ্ড গুলী ও কয়েকটি হাত বোমার বিস্ফোরণ ছাড়া গতকাল (শনিবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি মোটামুটি শান্ত ছিল। প্রশাসনিক কাজসহ সকল বিভাগের ক্লাস স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। তবে অনার্স ও মাষ্টার্স ডিগ্রীর পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হয় নাই। কোর্স সিষ্টেমের আওতায় সকল পরীক্ষা আগামী ২রা জুলাই পর্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে। ইহার পরের সকল পরীক্ষা নির্ধারিত তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে। সূর্যসেন, মোহসীন হলের বিতাড়িত ছাত্ররা নিজ নিজ হলে ফিরিয়া আসে নাই। সকালে সিণ্ডিকেটের সভায় ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে জানান, বিশেষ ক্ষমতা বলে তিনি ইহা স্থগিত রাখিয়াছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হইবে না। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ

(৭ম পৃঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটির ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে সহায়তা করুন —ভিসি

(বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার)

গতকাল (শনিবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনে ভিসি প্রফেসর আবদুল মান্নান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ও ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। তিনি বলেন,

(২য় পৃঃ-দ্রঃ)

ভিসি

(১ম পৃঃ পর)

কতিপয় ছাত্র মাঝেমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ কলুষিত করিতেছে। 'নীরবে অন্যায় সহ্য করা অন্যায় করার শামিল' মন্তব্য করিয়া তিনি বলেন, একমাত্র বৃহত্তর ছাত্র সমাজের পক্ষেই যে কোন অশুভ তৎপরতাকে সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে গতকাল সাড়ে তিনটায় এই অধিবেশন শুরু হয়। ভাইস চ্যান্সেলর তাঁহার ভাষণে বলেন, বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের চিত্র আমাদের আশঙ্কিত না করিয়া পারে না। বর্তমানে হতাশা ও বিপর্যস্ত যুব সমাজের নিকট হইতে প্রাপ্ত আচরণ কাংক্ষিত না হইলেও অস্বাভাবিক নয়। দেশে বিরাজমান সমাজের অস্থিরতা, মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ঢেউ বিশ্ববিদ্যালয়কেও স্পর্শ করিয়াছে। এমতাবস্থায় শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শান্ত ও সুশৃঙ্খল থাকিবে, এমন আশা করা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে, যাহার মূল কারণ ক্যাম্পাসের বাহিরে। ফলে এ ধরনের ঘটনা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া যায়।

ছাত্র-ছাত্রী-অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানাইয়া ভিসি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার প্রয়াসে সকলের সমর্থন থাকা উচিত।

ভিসি তাঁহার ভাষণে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে অবিলম্বে এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানান। গতকাল উদ্বোধনী অধিবেশনে ভিসির ভাষণের উপর আলোচনায় অংশ নেন ডঃ মহব্বত আলী, প্রফেসর আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী, প্রফেসর কে, এ, এম সাদউদ্দিন, প্রফেসর জি, এম হালিম, প্রফেসর বশিরুজ্জামান, ডঃ শাহজাহান তপন, প্রফেসর গোলাম সামদানী প্রমুখ। আজ (রবিবার) বিকাল সাড়ে তিনটা পর্যন্ত অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরিষদের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি এক সভায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া চলিয়াছে। ঘটনার সহিত জড়িত ব্যক্তি সে ছাত্র অথবা অছাত্র হউক তাহাকে পরিষদের নীতিমালা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত মানিয়া নিতে হইবে। জানা যায়, বিবদমান গ্রুপ দুইটি পরস্পরকে ঘটনায় দোষী দাবী করিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট পৃথক দুইটি তালিকা প্রদান করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টর প্রাথমিকভাবে এই তালিকা অনুযায়ী অনুসন্ধান করিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রেরণ করিবেন। এই তালিকা অনুযায়ী যাহারা দোষী সাব্যস্ত হইবে তাহাদের ব্যাপারে কোন সংগঠনের আপত্তি থাকিবে না বলিয়া সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় প্রতিটি হলে পরিবেশ পরিষদের শাখা গঠনের আহ্বান জানানো হয়। তবে যাহারা হল ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহাদের ব্যাপারে কোন আলোচনা করা হয় নাই।

এদিকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এক সাংবাদিক সম্মেলনে নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করিয়া বলিয়াছে গত ৩ দিনের ঘটনায় তাহাদের কোন ভূমিকা ছিল না। সংগঠনের সভাপতি আসাদুজ্জামান রিপন জানান, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ভাবমূর্তিকে খর্ব করিয়া দেওয়ার জন্য একটি বিশেষ মহল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনায় ছাত্রদলকে জড়াইয়াছে। সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, একটি ছাত্র সংগঠন সরকারের প্ররোচনায় বহিরাগত অছাত্রদের সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ কলুষিত করিতেছে। এই ছাত্র সংগঠনটির কয়েকজন কর্মী ২৫শে জুনের রাত্রে ছাত্রনেতা সানাউল হক নীরুর প্রাণনাশের চেষ্টা করে বলিয়া দাবী করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনায় জাসদ (ইনু) সমর্থিত ছাত্রলীগের (মু-না) সাংগঠনিক সম্পাদক শফি আহমেদসহ ২০ জনকে দায়ী করা হইয়াছে। লিখিতভাবে পেশকৃত এক তালিকায় ৮ হইতে ২০ নম্বর নামগুলিকে অছাত্র দাবী করা হয়।

জাতীয় ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র শিবির পৃথক বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছে। জাতীয় ছাত্রলীগ বিবৃতিতে জানায়, ছাত্রদের ভাবমূর্তি ও ছাত্র আন্দোলনকে নস্যাত করিবার জন্য সরকার সুপরিকল্পিতভাবে বহিরাগতদের মাধ্যমে ক্যাম্পাসে অস্ত্রবাজিট ঘটনা ঘটাইয়াছে। শিবির বিবৃতিতে জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনা শিক্ষাজীবন দীর্ঘায়িত করার অপচেষ্টা মাত্র। ছাত্র ইউনিয়ন সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের উদ্যোগ ও সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য সকল সংগঠনের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করিয়াছে।